দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 21.10.83 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 5 ... কলাম ... 1 ... ...

078

প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক

'তিনশ ছাত্র, একজন শিক্ষক' শিরোনামে গত ৩০শে সেপ্টেম্বরের দৈনিক বাংলার জনমত কলামে প্রকাশিত চিঠিতে লৌহজং উপজেলার বনসেমন্ত গ্রামের সরকারী প্রাইমারী স্কুলটির যে দুরবস্থার ছবি তুলে ধরা হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে করুণ। অবশ্য এই দুরবস্থা কেবল বনসেমন্ত প্রাইমারী স্কুলেরই নয়, দেশের বিভিন্ন এলাকার আরও বহু স্কুলেরও। এসব স্কুলে শিক্ষকের দারুণ দুর্ভিক্ষ। ন্যূনতম সংখ্যক শিক্ষক নেই বেশিরভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়েরই। আর শিক্ষক না থাকলে, বিশেষত ৫টি শ্রেণীর তিনশ ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক থাকলে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া ভাল হওয়া দূরের কথা একেবারেই যে হতে পারে না, এই সত্য সহজেই বোঝা যায়।

ছাত্রছাত্রীদের সুষ্ঠু লেখাপড়া, শৃংখলাবোধ, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি শিক্ষকের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। শিক্ষার সব স্তরের জন্য একথা প্রযোজ্য হলেও প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য এটি খাটে সবচেয়ে বেশি।

প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বর্তমান সরকার প্রায় সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ নিয়েছেন। আমাদের আশা, শিক্ষক নিয়োগের কাজটি খুব তাড়াতাড়ি শেষ করা হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে নিয়মিত অধ্যয়ন-অধ্যাপনা শুরু এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠার তাগিদেই এটা করা একান্ত জরুরী।

বর্তমান এসএসসি, এইচএসসি, পিটিআই এবং কোন কোন স্কুলে ডিগ্রী (গ্রাজুয়েশন) পাসদের প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা হচ্ছে। প্রাইমারী শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ক্রমান্বয়ে নিম্নতম গ্রাজুয়েশন থেকে মাস্টার ডিগ্রী পর্যন্ত উন্নীত করা হলে প্রাইমারী শিক্ষার উন্নতি ঘটবে, সেই সঙ্গে উপকৃত হবেন শিক্ষিত বেকারগণ। যোগ্যতা অনুসারে বেতন পেলে এমএ, বিএ পাস তরুণরা প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকের চাকরি গ্রহণ করতে আগ্রহী হবেন—এই প্রত্যাশা অমূলক নয়।